



লতিকা পাল (লতিকা ঠাকুমা)

লতিকা পাল (লতিকা ঠাকুমা) গুরুদেবের দীক্ষিত শিষ্য ছিলেন না কিন্তু গুরুদেব ব্রহ্মবদ্যার একটা অংশ শিক্ষা দিয়েছিলেন। গুরুদেবের দেওয়া সেই ব্রহ্মবদ্যার শিক্ষা সাধনা করে লতিকা ঠাকুমা দীক্ষা দেওয়ার উপযোগিতা এবং ভগবত দর্শন করেছিলেন। সেই হিসাবে শাস্ত্র সম্মতভাবে লতিকা পাল (লতিকা ঠাকুমা) একজন সদ্ধি পুরুষ ছিলেন।

লতিকা পালের (লতিকা ঠাকুমা) স্বামী যোগেন পাল অনেকে কম বয়সে মারা যান, এবং একটমাত্র পুত্র সন্তান সেও অনেকে কম বয়সে মারা যায়, তাছাড়া একটমাত্র কন্যা সন্তানরে ববাহ শ্রীরামপুর হুগলতিহে হয. । লতিকা পালের (লতিকা ঠাকুমা) 1993 থকে বশেরিভাগ সমস্ত দকি দখোশুনা,সবো-শুশ্রুষা ডাক্তার দেখোনো, হাট-বাজার করা আমহি করতাম বহুলা গ্রামমে থাকাকালীন অবস্থায়, এছাড়াও আমার পরামর্শ অনুসারে সঞ্জয়, নন্দী এবং সন্ধ্যা দে অনমিা নন্দী, আমার মা এরাও অল্‌পস্বল্‌প মাঝে মাঝে লতিকা পাল (লতিকা ঠাকুমা) এর দখোশোনো করতো। তারপর 2017 সালরে পর থকে আমার ব্যবস্থাপনায়, বহুলা থকে হুগলরি শ্রীরামপুরে নজিরে জামাতা এবং কন্যার ঘরে বার্ধক্য এবং অসুস্থতার কারণবশত পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয,, এবং তারপর থকে তিনি মৃত্যু

দনি পর্যন্ত হুগলরি শ্রীরামপুরে নজিরে জামাতা এবং কন্যার ঘরে অবস্থান করেন এবং
সখোনই তার মৃত্যু হয়. 15-05-2021 তারখি।

2017 থেকে 2021 এর মধ্যে আমনিজি 2 -3 বার গিয়ে দেখাশোনা এবং ব্যবস্থাপনা
করে এসছে, তাছাড়া শ্রীরামপুরের লতিকা পাল (লতিকা ঠাকুমা) এর মধ্যে এবং
জামাতার সঙ্গে ফোনের মাধ্যমেও খোঁজ রাখা ব্যবস্থার কথা বলা এগুলো বরাবর
করে এসছে। এখনো পর্যন্ত লতিকা পাল (লতিকা ঠাকুমা) এর মধ্যে, নাতিনাতবউ এদের
সঙ্গে অত্যান্ত সুসম্পর্ক আমার আছে। লতিকা পাল (লতিকা ঠাকুমা) এর কিছু সাধনা
এবং কিছু কর্ম বাকি থাকার জন্য বজিন এবং শর্মিষ্ঠার ঘরে পুনরায়, কন্যা রূপে জন্ম
হয়েছে।



লতিকা পাল (লতিকা ঠাকুমা) এর কিছু সাধনা এবং কিছু কর্ম বাকি থাকার জন্য বজিন
এবং শর্মিষ্ঠার ঘরে পুনরায়, কন্যা রূপে জন্ম হয়েছে।